প্রথম আলো

তারিখ ... 31 DEC 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাঙ্গনে হল দখল

নির্বাচন-পরবর্তী কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়

একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পর দেশবাসী যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, তখনই বিভিন্ন পত্রিকার খবরে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালিয়েছে। সদ্য-সমাপ্ত সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় মহাজোট যখন বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হল দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। রাত পেরোনোর আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ হল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় তারা। পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসগুলো দখলে নিতে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে।

আওয়ামী লীগের একটি সূত্র দাবি করেছে, যেসব কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে বা যাঁরা হল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের পুনরায় হলে এনে নিজ নিজ কক্ষে ওঠানোর জন্য শেখ হাসিনা রাতে ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। দলের উচ্চপর্যায় থেকে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা আশা করব, শেখ হাসিনার এ নির্দেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মেনে চলবে।

আমরা ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর ছাত্রদলের ক্যাডারদেরও হল দখলের তাণ্ডব দেখেছিলাম। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি কারও জন্য ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের সময় আওয়ামী লীগ ছাত্রসংগঠনকে দলীয় সংগঠনের পরিবর্তে সহযোগী সংগঠন হিসেবে রাখার প্রস্তাব করেছে। আশা করা যায়, তারা তাদের সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে। শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত রাজনীতির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে—উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তা বোঝার সময় এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তব্য হবে সব বৈধ শিক্ষার্থীর হলে অবস্থান নিশ্চিত করা। পাশাপাশি কোনো বহিরাগত বা অছাত্র যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক আসন দখল করে না থাকতে পারে, সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। দেশের সব শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়, কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা কাম্য নয়। এ